সমকাল

0 3 JUN 2026

এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ পেছাচ্ছে

সমকাল প্রতিবেদক

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ পেছানোর অনুরোধে সমর্থন জানিয়েছে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)। এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল তিন বছর বাড়িয়ে ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত করতে অনুরোধ করেছিল ঢাকা। সিডিপি তা ইতিবাচকভাবে বিবেচনার সুপারিশ করেছে।

এলডিসি তালিকা থেকে বের হয়ে কোন দেশে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় ঢুকবে, তা পর্যালোচনার পর সুপারিশ করে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) অধীন গঠিত সিডিপি। বাংলাদেশের বিষয়ে সিডিপির সুপারিশ আগামী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ইকোসকে উঠবে। পরিষদ অনুমোদন করলে তা আগামী সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে তোলা হবে। সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

সিডিপির এই ইতিবাচক মূল্যায়ন ও সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা এবং চলমান সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি টেকসই, মসৃণ ও সফল এলডিসি থেকে উত্তরণ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

সিডিপির চেয়ারম্যান অধ্যাপক হোসে আন্তোনিও ওকাম্পো বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছেন, কমিটির মূল্যায়ন হলো, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল বাড়ানো যথাযথ হবে। তবে বাংলাদেশকে এ সময়ে তার বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ সংস্কার কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন

জাতিসংঘ কমিটির সুপারিশ

- আগামী মাসে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অনুমোদনের জন্য উঠবে
- সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

সমকাল
0 3 JUN 2026

বিজিএমইএর সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গতকাল সমকালকে বলেন, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এলডিসি থেকে উত্তরণ পিছিয়ে দেওয়ার যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাতে জাতিসংঘের উন্নয়ন নীতিবিষয়ক কমিটি সমর্থন দিয়েছে। তবে এটি এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। সরকারকে এখন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে সাধারণ অধিবেশনে এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়। কারণ, অনেক দেশই হয়তো বাংলাদেশের উত্তরণ পিছিয়ে যাওয়ার পক্ষে থাকবে না।

মাহমুদ হাসান খান বলেন, বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য অতিরিক্ত তিন বছর প্রস্তুতিমূলক সময় পাচ্ছে। এর সঙ্গে আরও তিন বছরের রূপান্তরকাল যুক্ত হয়ে মোট ছয় বছর সময় পাওয়া যাবে। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, জাপানের সঙ্গে সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (সেপা) হয়েছে। এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে দ্রুত এফটিএ করা জরুরি। এ বিষয়ে কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো উন্নয়নেও গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের সিডিপির কাছে এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রস্তুতিকাল তিন বছর বাড়িয়ে ২০২৯ সালের ২৪ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধ জানায়। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গত ৬ এপ্রিল এক পত্রে এ বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের ব্যক্তিগত সহযোগিতা কামনা করেন।

সিডিপি তার মূল্যায়নে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ সূচকের প্রতিটিতেই নির্ধারিত সীমা উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে অতিক্রম করেছে এবং নিকট ও মধ্য মেয়াদে এ অবস্থান থেকে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি অত্যন্ত কম। তবে সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য সংকট, বৈশ্বিক জ্বালানি ও সরবরাহ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশের পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ দেশের উত্তরণ প্রস্তুতি বাস্তবায়নে প্রভাব ফেলতে পারে।

কমিটি বাংলাদেশ সরকার প্রণীত মসৃণ উত্তোলন কৌশল (এসটিএস) বাস্তবায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তারা মনে করে, প্রস্তুতি পর্ব বাড়ানো হলে বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রভাব আরও ভালোভাবে মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং উত্তরণ-পরবর্তী বাজার সুবিধা ও আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবস্থার জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সিডিপি একই সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতি পর্ব এবং উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অব্যাহত সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সহজ শর্তে অর্থায়ন, এলডিসি-সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সহায়তা ব্যবস্থার যথোপযুক্ত সম্প্রসারণ, কারিগরি সহায়তা এবং বাণিজ্য আলোচনার সক্ষমতা বৃদ্ধি।

জাতিসংঘের কমিটি বিশেষভাবে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের গুরুত্ব তুলে ধরে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, কর আহরণ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ জোরদার করা, উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনীতির বহুমুখীকরণ এবং বেসরকারি খাতকে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। কমিটির মতে, প্রস্তুতি পর্ব বৃদ্ধি কোনোভাবেই সংস্কার কার্যক্রম বিলম্বিত করার সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়; বরং এটি সংস্কার ত্বরান্বিত করার একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

মতামত জানতে চাইলে রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. আব্দুর রাজ্জাক সমকালকে বলেন, সিডিপি একটি কারিগরি কমিটি। তাদের সমর্থন বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়ার দাবিকে আরও শক্তিশালী করেছে।

তিনি বলেন, সাধারণ পরিষদে যদি সর্বসম্মতভাবে উত্তরণের সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ইতিবাচক হবে। তবে কোনো কারণে সর্বসম্মতি না এলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কিন্তু কোনো সদস্য রাষ্ট্র যদি আপত্তি জানিয়ে বলে– তারা বাংলাদেশকে অতিরিক্ত তিন বছর এলডিসি-সংক্রান্ত সুবিধা দেবে না, তাহলে সেই আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হবে। তাই বাংলাদেশকে এখন থেকেই কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে, যাতে সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের পক্ষে আসে।

ড. রাজ্জাক আরও বলেন, বাংলাদেশ যদি অতিরিক্ত তিন বছর সময় পায়, তাহলে সেই সময়কে অবশ্যই সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগাতে হবে। উত্তরণ-পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নীতিগত সংস্কার করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আবার বলতে না হয়– পর্যাপ্ত প্রস্তুতির অভাব রয়েছে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

এলডিসিভুক্ত দেশগুলোর অগ্রগতি ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়। এ মূল্যায়নে তিনটি সূচক বিবেচনায় নেওয়া হয়। এগুলো হলো– মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক। কোনো দেশ এ তিন সূচকের মধ্যে অন্তত দুটি সূচকে নির্ধারিত মান অর্জন করলে অথবা মাথাপিছু আয় নির্ধারিত সীমার দ্বিগুণ হলে সিডিপি এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ করে।

বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে এলডিসির তালিকাভুক্ত হয়। তালিকাভুক্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধাসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছে। ২০১৮ ও ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক মূল্যায়নে বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই উত্তীর্ণ হয়। এর ভিত্তিতে ২০২১ সালেই চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়– ২০২৪ সালে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বের হবে। তবে করোনা মহামারির অভিঘাত মোকাবিলা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য দুই বছর সময় বাড়ানো হয়।

বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের সর্বশেষ নির্ধারিত সময় ছিল ২০২৬ সালের নভেম্বর। তবে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো দীর্ঘদিন ধরে এ উত্তরণ তিন থেকে পাঁচ বছর পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারকদের আশঙ্কা, এলডিসি সুবিধা হারালে সবচেয়ে বড় চাপ পড়বে দেশের রপ্তানি খাতে।

তাদের মতে, এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় পাওয়া শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। ওষুধ শিল্পে মেধাস্বত্ব-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও কঠোরভাবে প্রযোজ্য হবে। উৎপাদিত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা এবং বিভিন্ন ধরনের ভর্তুকি দেওয়ার সুযোগও সীমিত হয়ে যাবে। একই সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্যসহ বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর সর্বোচ্চ ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ হতে পারে। এর ফলে দেশের রপ্তানি ৬ থেকে ১৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পাশাপাশি কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে উৎসবিধি আরও কঠোর হবে, যার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে দেশের প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকশিল্পের ওপর।

সর্বশেষ সফল হয় সলোমন দ্বীপপুঞ্জ

এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণের সময়সীমা পেছানোর আবেদন করে সর্বশেষ সফল হয় সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। ২০২৩ সালে দেশটির সরকার গৃহযুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবের কথা উল্লেখ করে অতিরিক্ত সময় চেয়ে সিডিপির কাছে আবেদন করে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দেশটিকে আরও তিন বছর সময় দেয় জাতিসংঘ। এর আগে সুনামির কারণে মালদ্বীপ এবং ভূমিকম্পের কারণে নেপালের এলডিসি থেকে উত্তরণ নির্ধারিত সময়ে সম্ভব হয়নি।

The Daily Star

0 3 JUN 2026

LDC GRADUATION

UN body backs Bangladesh's perks till 2029

STAFF CORRESPONDENT

The United Nations Committee for Development Policy (UN CDP) has recommended that Bangladesh's Least Developed Country (LDC) graduation be postponed until November 24, 2029, putting the country in good standing to receive preferential trade benefits for three more years.

"The extension of the preparatory period should not be viewed as an opportunity to delay reforms -- rather, it should serve as a catalyst for accelerating them," the CDP said in its critical assessment report.

Bangladesh has exceeded the graduation thresholds by a significant margin under all three LDC graduation criteria and faces a very low risk of falling below these thresholds in the near to medium term.

But the recent crisis in the Middle East, uncertainties in global energy and supply chains, changes in the international trading environment, and global challenges could affect the country's graduation preparedness and transition process, the CDP said.

SEE PAGE 8 COL 2

An extension of the preparatory period would provide Bangladesh with more time to better assess the implications of the current global situation, identify priority actions and prepare adequately for the post-graduation landscape, including the loss of certain market preferences and international support measures.

Bangladesh formally requested the CDP to extend the preparatory period on February 18, with Prime Minister Tarique Rahman writing to the UN Secretary-General seeking his personal support on the matter.

The extension could be approved at the United Nations General Assembly (UNGA) in September.

The UN CDP's positive note on the extension of the graduation of Bangladesh will be sent to the UNGA through the United Nations Economic and Social Council (UN ECOSOC) for its final approval by the member countries.

The UN CDP's positive recommendations made Bangladesh's plea of extension morally strong in the pathway for the UNGA's final approval, said Mohammad Abdur Razzaque, chairman

Development (RAPID).

Now, Bangladesh will have to maintain better engagement with the major trading partners such as India, China and the EU so that the extension is approved by the member countries in the upcoming UNGA.

The reason being Bangladesh is the highest user of the LDC benefits given by the developed and developing nations.

Bangladesh alone utilises 67 percent of the benefits given to all 44 LDCs by the other countries and 73 percent of its exports export is LDC induced, he said.

Different studies suggest that Bangladesh may lose $17.5 billion in export earnings in a year because of LDC graduation.

If Bangladesh gets the final approval at the UNGA, the country will enjoy the preferential trade benefits for three more years.

The CDP's recommendation is a positive sign for Bangladesh, said Mostafa Abid Khan, a former member of the Bangladesh Trade and Tariff Commission.

However, CDP Chair José Antonio Ocampo emphasised that Bangladesh would need to address its existing structural vulnerabilities during this extended period.

In its report, the CDP underscored the importance of continued support from the international community for Bangladesh during both the preparatory period and the post-graduation phase.

Such support includes concessional financing, appropriate extension of LDC-specific International Support Measures, technical assistance and enhanced capacity for trade negotiations.

The report highlighted the importance of domestic reforms, particularly in ensuring financial sector stability, increasing tax revenue, strengthening domestic resource mobilisation, enhancing productive capacities, promoting economic diversification and preparing the private sector for graduation.

The government firmly believes that, with the support of the international community and the successful implementation of ongoing reforms, Bangladesh will be able to achieve a smooth, sustainable and successful graduation from the LDC

The Financial Express
0 3 JUN 2026

UN BODY BACKS DEFERMENT PETITION

Bangladesh's LDC graduation likely to be deferred

FE REPORT

Dhaka seeks extended prelude till Nov 2029

Bangladesh's LDC graduation is poised to be deferred as the UN body concerned endorses government's request for a delay for three more years until November 24, 2029 amid local and global adversities.

Official sources say that, taking into consideration Bangladesh government's request for delay in graduation from the least-developed country (LDC) category, the United Nations Committee for Development Policy (CDP) has expressed a positive view.

However, the CDP has emphasised that Bangladesh has to make significant progress in implementing key domestic reforms to address its existing structural vulnerabilities during this extended preparatory period.

The must-dos include ensuring financial-sector stability, increasing tax revenue, strengthening domestic resource mobilisation, enhancing productive capacities, promoting economic diversification, and preparing the private sector for graduation, says a press release issued Tuesday by the Economic Relations Division (ERD).

Chair of the CDP Prof José Antonio Ocampo has informed the government of Bangladesh that based on the committee's assessment, it would be appropriate for the United Nations General Assembly to approve an extension of Bangladesh's preparatory period for LDC graduation.

The government on February 18 formally requested the CDP to extend the preparatory period for Bangladesh's exit from the world's poor-country club by three years. Subsequently, on April 6, 2026, the Prime Minister wrote to the UN Secretary-General seeking his personal support on the matter.

In its assessment, the CDP notes that Bangladesh "has exceeded the graduation thresholds by a significant margin under all three LDC-graduation criteria and faces a very low risk of falling below these thresholds in the near to medium term".

Nevertheless, the committee observes that the recent crisis in the Middle East, uncertainties in global energy and supply chains, changes in the international trading environment, and global challenges could affect the country's graduation preparedness and transition process.

Also, the UN panel welcomes the government's commitment to implementing the Smooth Transition Strategy (STS).

It considers that an extension of the preparatory period would provide Bangladesh with additional time to better assess the implications of the current global situation, identify priority actions, and prepare adequately for the post-graduation landscape, including the loss of certain market preferences and international support measures.

The CDP also underscores the importance of continued support from the international community for Bangladesh during both the preparatory period and the post-graduation phase.

These supports include concessional financing, appropriate extension of LDC-specific International Support Measures (ISMs), technical assistance, and enhanced capacity for trade negotiations.

The committee observes that the extension of the preparatory period should not be viewed as an opportunity to delay reforms, rather, it should serve as a catalyst for accelerating them.

"The government firmly believes that, with the support of the international community and the successful implementation of ongoing reforms, Bangladesh will be able to achieve a smooth, sustainable, and successful graduation from the LDC category," notes the ERD release.

Contacted, Dr Fahmida Khatun, Executive Director at the Centre for Policy Dialogue (CPD), told The Financial Express if the graduation is postponed as per CDC recommendation, Bangladesh will get three more years to take required preparation and has to utilise the time properly.

She says during the period, the government will have to get ready for increasing domestic resources mobilisation as various assistances and facilities the country will lose after the graduation.

"After graduation all that flexibilities will go. We have to take preparation to face the post-LDC-period challenges successfully," Ms Khatun suggests.

syful-islam@outlook.com

The Business Standard
03 JUN 2026

UN panel backs Bangladesh's plea for 3 more years before LDC graduation

- UN CDP recommends Bangladesh's LDC graduation on **24 Nov 2029**
- CDP says extension should accelerate reforms, not delay them
- Multiple domestic, external shocks cited as justification for deferral

- Economist says CDP will closely monitor progress in STS during extension period
- BGMEA chief says period sufficient if govt improves energy, logistics

Pharma urges stronger preparation during extended period

Bangladesh submitted request on **18 Feb**; PM sent follow-up on **6 Apr**

TBS Insights by IPDC FINANCE

ECONOMY – BANGLADESH

TBS REPORT

Final decision likely at UN session in September

The UN Committee for Development Policy (CDP) has recommended that the United Nations General Assembly extend Bangladesh's preparatory period for graduation from the least developed country (LDC) category until 24 November 2029.

If approved, this would give Bangladesh three more years to prepare for LDC graduation, extending the original November 2026 deadline.

The recommendation follows Bangladesh's formal request submitted on 18 February 2026 and a subsequent letter from the prime minister to the UN secretary-general on 6 April, according to an Economic Relations Division (ERD) statement issued yesterday.

The statement said CDP Chairman José Antonio Ocampo informed Bangladesh that, based on the committee's assessment, it would be appropriate for the UNGA to approve an extension of Bangladesh's preparatory period for LDC graduation.

Ocampo said the extension should not be viewed as an opportunity to postpone reforms. Rather, he said, it should be used to accelerate

I SEE PAGE 2 COL 1

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

0 3 JUN 2026

efforts to address key structural challenges.

ERD officials said the final decision on the matter is expected to be taken at the UNGA. The issue has also been referred to the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC).

The ECOSOC meeting is scheduled on 21 and 22 July. The matter will then be placed before the UN General Assembly, with a final decision likely at the UNGA session in September.

Regarding whether any country previously succeeded in securing an extension, officials said Solomon Islands was a rare case that managed to do so successfully.

Experts and stakeholders have welcomed the development but warned against complacency, saying it should serve as a reminder to accelerate reforms.

They said Bangladesh has been given time since 2018. However, due to the lack of progress in recent years, there is uncertainty over whether the three-year extension will be sufficient.

Why CDP recommends deferral

The CDP has also released a report titled "Crisis assessment: Bangladesh", saying Bangladesh continues to exceed the graduation thresholds by a wide margin across all LDC criteria, leaving little risk of the country falling back below those benchmarks.

Despite this strong performance, the committee acknowledged that a series of external shocks could affect the country's preparedness for a smooth transition from LDC status.

The report said Bangladesh's deferral request was driven by nine external and domestic crises: aftereffects of Covid-19, Ukraine war, Red Sea conflict, Middle East war, banking irregularities, and the political transition following the July 2024 uprising.

The government, while explaining domestic challenges, presented a comprehensive list of planned actions including ongoing trade negotiations with trading partners.

To this effect, the committee has viewed that an extension would be appropriate, provided that, during this period, Bangladesh advances on domestic reforms.

What must be done during extension

The CDP has expressed willingness to support an extension but issued a clear caveat: the additional time must not be used to delay domestic reforms.

It said Bangladesh must make progress in financial sector stability, tax revenue, domestic resource mobilisation, capacity building, and economic diversification, alongside preparation of the private sector for a post-graduation environment.

The committee noted that despite shocks and disruptions since 2021, Bangladesh developed a Smooth Transition Strategy (STS). The plan includes a time-bound framework of 157 measures. The STS report attempts to address long-standing structural vulnerabilities.

"The government has begun advanced implementation of the STS ahead of graduation, though progress has been uneven," the CDP assessment said, citing persistent challenges, including very low public revenue mobilisation.

It also acknowledged Bangladesh's improved market access in Japan and the three-year extension of preferences in the European Union and most other markets. However, it warned that uncertainty remains over access to the largest export market beyond 2030.

While commending planned measures beyond graduation, the CDP said actions should be clearly sequenced into short-term (within three years), medium-term (three to five years), and long-term (beyond five years) phases to ensure feasibility.

The committee also called for continued international support during both the preparatory and post-graduation phases, including concessional financing, technical assistance, enhanced trade negotiation capacity, and an extension of LDC-specific support.

It further noted that it does not foresee supporting any additional extension requests beyond the one currently under consideration.

'CDP to closely monitor progress in transition strategy'

Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office, said the CDP's recommendation is not unconditional. The extension is intended to act as a "catalyst for reform", not a delay in implementation.

He cautioned that if the three-year window is used merely as breathing space without real reforms, it could create complications in the next stage, and progress may still need to be demonstrated before final approval.

He further said the CDP has recommended extension of graduation conditional on domestic fiscal, banking and structural reforms to diversify the economy.

"Bangladesh comfortably meets all graduation criteria even after accounting for the impact of the adverse factors identified to make the case for deferment. Their support for extension is based on the impact of these factors on the state capacity to implement the STS," he said.

He added that CDP will closely monitor progress in operationalising the STS.

3-years sufficient to complete preparations for RMG

Welcoming the development, Mahmud Hasan Khan Babu, president of BGMEA, said the additional three years, combined with the existing grace period for trade facilities in export markets such as the European Union, would effectively give six years in total

"This should be sufficient to complete the required preparations," he said, adding that government-side readiness is crucial, including ensuring energy security, enhancing logistics capacity, expanding port efficiency, and related energy infrastructure projects.

On the private sector side, he added, firms are already working to improve efficiency and reduce costs as part of their preparedness for graduation.

Postponing graduation critical for pharma

Abdul Muktadir, president of the Bangladesh Association of Pharmaceutical Industries (BAPI) and managing director of Incepta Pharmaceuticals, said the industry fully supports postponing LDC graduation, but remains cautious until a final decision is made.

He noted that the absence of patent obligations currently allows patients in Bangladesh to access many high-cost medicines at low prices. After graduation, however, drugs such as hepatitis C treatments could see prices rise from around $6-7 to nearly $1,000.

Explaining the broader context, he said the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) agreement under the World Trade Organization sets minimum global standards for intellectual property protection, including patents. LDCs, including Bangladesh, currently enjoy certain exemptions under this framework.

Muktadir said postponing LDC graduation is "extremely critical" for the sector. He urged continued efforts until the final UN decision, alongside strengthening industry capacity and developing skilled human resources during the extended preparation period.

The Business Standard

03 JUN 2026

Free raw material import, 3-year bond licence for non-RMG likely

BUDGET FY27

REYAD HOSSAIN AND
SHAIKH ABDULLAH

The government is considering a package of fresh facilities for non-RMG export sectors in the upcoming budget as part of efforts to diversify exports and reduce dependence on the garment industry.

One of the key measures under consideration is transferring the authority to issue utility declarations (UDs) – which determine exporters' raw material entitlement – from customs bond offices to relevant trade associations. Initially, this authority may be granted to associations representing terry towel and home textile exporters, as well as leather goods exporters.

Under the proposed system, association members would no longer need to visit customs bond commissionerate offices to obtain UDs. Instead, they would be able to secure raw material entitlement certificates directly from their respective associations.

The move is expected to reduce harassment and lower additional business costs.

The government is also considering extending to non-RMG exporters the facility of importing raw materials free of cost (FOC) from foreign buyers, a benefit currently available to garment exporters.

In some cases, buyers provide the manufacturer the raw materials, and pay only the manufacturing cost.

In addition, the validity period of bond licences for non-RMG exporters may be extended from one year to three years, similar to the arrangement for the garment sector.

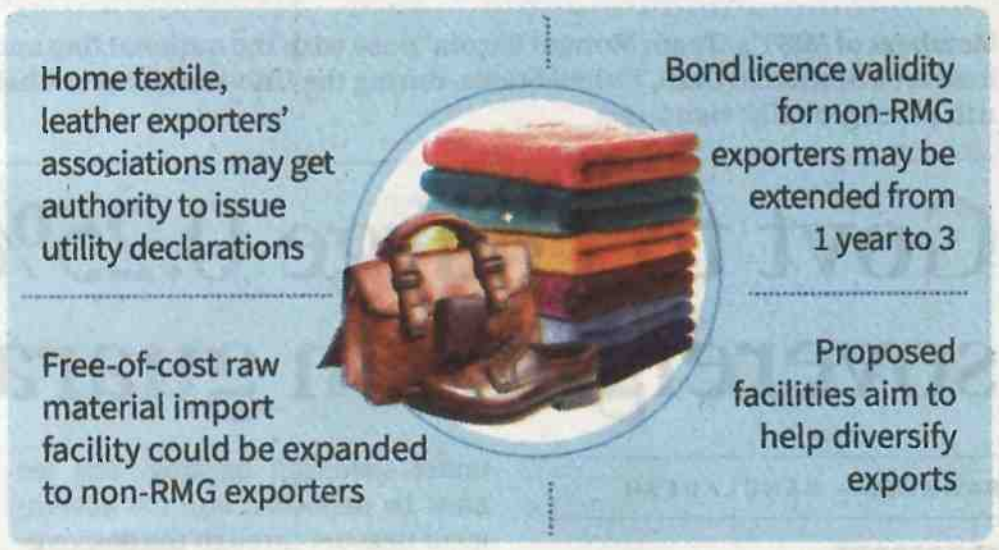

According to sources present at a policy-level meeting held at the finance ministry yesterday, these decisions were discussed and approved in principle.

Some of the measures may be formally announced in the upcoming budget proposal, the sources said.

The meeting was attended by Finance and Planning Adviser Dr Rashed Al Mahmud Titumir, the finance secretary and senior officials of the National Board of Revenue (NBR).

An NBR senior official who attended the meeting told The Business Standard on condition of anonymity, "The government's intention is to gradually hand over UD issuance authority to more associations. Initially, considering institutional capacity, the Terry Towel Association and the leather goods exporters' association are likely to receive this authority."

The official added that the government has taken a positive stance on granting FOC facilities to non-RMG exporters.

"To implement this, amendments will be required to the Import Policy Order (IPO), which falls under the jurisdiction of the commerce ministry," he said.

Attempts to contact Dr Rashed Al Mahmud Titumir for comment were unsuccessful.

Currently, while some leather goods exporters enjoy bond licence facilities, they still need to obtain permissions or utility permits (UPs) from customs bond commissionerate offices to import raw materials.

Exporters have long alleged that obtaining each utility permit involves additional costs and unofficial payments. Similar complaints have also been raised regarding the process of obtaining bond licences from customs bond offices.

To address such issues, the authority to issue UDs was previously delegated to the garment sector's two major associations, BGMEA and BKMEA.

Other export associations have since been demanding the same facility.

Non-RMG exporters believe extending the facility to additional associations would help reduce harassment and improve the business environment.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

03 JUN 2026

Free raw material import, 3-year bond licence

CONTINUED FROM PAGE 3

M Shahadat Hossain, president of the Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association, told TBS, "If our association is given the authority to issue UDs for members, it will reduce harassment and lower the additional costs that exporters currently incur."

"This decision will contribute positively to ease of doing business and cost reduction," he said, adding that the association had been advocating for the measure for a long time.

According to data from the Export Promotion Bureau (EPB), Bangladesh exported goods worth $48.28 billion in FY2024-25, of which leather and leather products, along with home textiles, accounted for nearly $2 billion.

Data from Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association shows the association has 147 members, including around 50 factories directly engaged in exports.

Shahadat Hossain said easier access to UDs would create opportunities to increase exports and attract new investment into the sector.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো